**যুলুমের পরিচয় ও কুফল এবং এর প্রতিকারের উপায়**

ভূমিকা: ইসলামের দৃষ্টিতে যুলুম একটা মহাপাপ ও অন্যায়। যুলুম-অত্যাচার কোন মানুষের কাম্য নয়। এর ফলাফল দুনিয়াতে যেমন ভাল হয় না, তেমনি পরকালে এর জন্য কঠিন শাস্তি রয়েছে। আল্লাহ যুগে যুগে যালিমদের পাকড়াও করেছেন। যুলুম পরিহার করার জন্য কুরআন-হাদীছে বিভিন্ন নির্দেশ এসেছে।যুলুমের পরিচয় ও এর প্রতিকারের উপায় সম্পর্কে আলোকপাত করা হলো:

**যুলুমের পরিচয়**

**যুলুম আরবী শব্দ**

**এটি হকের বিপরীত।**

**এর আভিধানিক অর্থ- অত্যাচার, নির্যাতন, নীপিড়ন।**

শরীয়াতের পরিভাষায় জুলুম বলা হয়, অন্যের অধিকারে হস্তক্ষেপ করা বা অন্যের হক নষ্ট করা ও অনধিকার চর্চাকে।

ইমাম রাগেব ইস্পাহানীর মতে, যুলুম হচ্ছে- কোনো বস্তুকে তার উপযুক্ত স্থান ছেড়ে অনুপযুক্ত স্থানে রাখা।" এই সংজ্ঞাটি ব্যাপক অর্থবহ।

**এক কথায়, অন্যায়ভাবে যা কিছু করা হয় তাই হল যুলুম। শরীয়াত যে বস্তুর যে সীমা স্থীর করে দিয়েছে, তা লঙ্ঘন করাকেও জুলুম বলা হয়।**

সুতরাং অন্যের জমি দখল করা, অন্যের টাকা-পয়সা কেড়ে নেওয়া, সম্মানী বক্তিকে সম্মান না করা, অন্যায়ভাবে কাউকে তার পদ থেকে সরিয়ে দেওয়া ইত্যাদি সবই জুলুমের মধ্যে পড়ে।

**যুলুমের প্রকার**

যুলুম প্রথমত দুই প্রকার: এক যুলুম হচ্ছে হাক্কুল্লাহর ক্ষেত্রে, আরেক যুলুম হচ্ছে-হাক্কুল ইবাদের ক্ষেত্রে। আল্লাহর হক বলতে-তাঁকে এক জানা ও তাঁর সঙ্গে কাউকে শরীক না করা-সহ-তাঁর সম্পর্কিত যাবতীয় আক্কিদা-বিশ্বাস অন্তরে লালন করা এবং তাঁর দেওয়া শরী'আত মেনে চলাকে বুঝায়। সুতরাং ঈমান ও আক্কিদায় যে-কোনও ত্রুটি এবং আল্লাহর যে কোনও আদেশ-নিষেধ অমান্য করা জুলুমের অন্তর্ভূক্ত।

**হাক্কুল ইবাদের ক্ষেত্রে যুলুমকে মৌলিকভাবে তিনভাগে ভাগ করা যায়-**

এক, অন্যের জানের প্রতি যুলুম;

দুই. অন্যের মালের প্রতি যুলুম;

তিন, অন্যের ইজ্জতের প্রতি যুলুম।

এগুলো মৌলিক অধিকার। রাসূল (সা) বিদায় হজ্জের ভাষণে বলেন:

إِنْ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ بَيْنَكُمْ حَرَامٌ لَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا فِي يَعْدِكُمْ هَذَا

"তোমাদের এই (মক্কা) নগরে এই (হজ্জের) মাসে আজকের এই দিনটির যেমন মর্যাদা, তোমাদের পরস্পরের মধ্যে তোমাদের রক্ত, তোমাদের সম্পদ ও তোমাদের ইজ্জতের মর্যাদা তেমনই।"

**যুলুমের ধরণ**

যুলুম এমনি একটি অন্যায় যা ইসলামে অত্যন্ত কঠোরভাবে নিষিদ্ধ। এর ধরন বিভিন্ন প্রকারের হয়ে থাকে। তা হল:

১. জীবনের উপর যুলুমঃ কাউকে অন্যায়ভাবে হত্যা করে

২. সম্পদের উপর যুলুমঃ কারও সম্পদ অন্যায়ভাবে ক্রোক করে।

৩. সম্ভ্রমের উপর যলুমঃ কারও সাথে জোড়পূর্বক মিলন স্থাপন করা।

৪. অধিকার হরণ করার যুলুমঃ কাউকে তার মৌলিক অধিকার হতে বঞ্চিত করা

৫. ইজ্জতের উপর যুলুমঃ কারও নামে অপবাদ বা কাউকে সম্মুখে অপমান করা।

৬. অন্য কারো আইন মানা আল্লাহের আইন বাদ দিয়েঃ আল্লাহ যে হুকুম দিয়েছেন তা না মেনে অন্য আইন মানা

৭. ভূমির উপর যুলুমঃ কেউ কারও জমি অন্যায়ভাবে দখল করা

৮. মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়ারঃ কেউ আদালতে এসে মিথ্যা বলে আসামীকে ফাসিয়ে দেয়।

৯. মজুরী আদায় না করেঃ শ্রমিককে যদি যথার্থ মজুরী না দেওয়া হয় তবে তা হবে যুলুম

১০. ইতীমের মাল ভক্ষণঃ অর্থাৎ যাদের মা বাবা নাই তাদের সম্পদ অন্যায়ভাবে গ্রাস করা হল এক ধরণের চরম

পর্যায়ের যুলুম।

যে যুলুম করে সে যালিম আর যে যালিমকে সাহায্য করবে সেও যালিম। হাদীসের পরিভাষায় তারা উভয় জাহান্নামী।

**যুলুমের কুফল**

যুলুমের পরিণাম অত্যন্ত ভয়াভহ। যুলুমের কিছু কুফল নিম্নে উল্লেখ করা হলঃ

১. শাফায়াত হতে বঞ্চিত

যুলুমকারীগণ এতটাই হতভাগা যে তাদের জন্য কাল কিয়ামতের দিন কেউ সুপারিশকারী হবে না। এ ব্যাপারে স্বয়ং রব্বুল আলামীন বলেন,

مَا لِلظَّلِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلَا شَفِيعٍ يُطَاعُ

"যালিমদের জন্য কোন দরদী বন্ধু হবে না, এমন কি তাদের জন্য কোন সুপারিশকারী থাকবে না যার কথা মেনে

নেওয়া হবে" [গাফির: ১৮] উক্ত আয়াতে বলা হয়েছে- যালিমরা কোনও সুপারিশকারী পাবেনা, তা এ কারণে যে, তাদের পক্ষে কাউকে সুপারিশ

করার অনুমতিই দেওয়া হবে না। এর দ্বারা যুলুম কতবড় পাপ তা উপলব্ধি করা যায়।

২. সাহায্য হতে বঞ্চিত

যারা যুলুম করবে তাদের জন্য কোন সাহায্যকারী থাকবে না। তাদেরকে কেউ এই দুনিয়াতেও নয় তদ্রুপ আখিরাতেও কেউ কেউ বিপদের হাত হতে রক্ষা করতে পারবে না। এজন্য আল্লাহ পাক বলেন,

وَمَا لِلظَّلِمِينَ مِنْ نَصِيرٍ

"যালিমদের কোন সাহায্যকারী হবে না" [হজ্জঃ৭১]

আখেরাতের কঠিন শাস্তি থেকে তাদের কেউ উদ্ধার করতে পারবে না।

৩. আল্লাহ এর নিকট অপছন্দীয়:

যারা যুলুম করবে তারা আল্লাহ পাকের অসুন্তুষ্টি চিরকালের জন্য অর্জন করবেন আর যারা তা অর্জন করবে তাদের পরিনাম অত্যন্ত ভয়াবহ। এ ব্যাপারে আল্লাহ বলেন,

إِنَّهَ لَا يُحِبُّ الظَّلِمِينَ

"নিশ্চয় আল্লাহ যালেমদের ভালবাসেন না [শুরাঃ ৪০]

Three

৩. আল্লাহ পাকের কঠোর আযাব

আল্লাহ পাক যখন যালেমদেরকে পাকড়াও করবেন তখন তাদেরকে ভীষণ আযাবের ভিতর গ্রেফতার করবেন। এ ব্যাপারে আল্লাহ বলেন,

وَكَذَلِكَ أَخَذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنْ أَخْذَةً أَلِهُمْ شَدِيدٌ "তিনি যখন কোন যালেম সম্প্রদায়কে পাকড়াও করেন তখন এমনিভাবে পাড়াও করেন। তার পাকড়াও অত্যন্ত কঠিন ও নির্মম। [হৃদঃ ১০২]

৫. যুলুম নিষিদ্ধ:

আল্লাহ পাক একে অপরের প্রতি যুলুমকে কঠোরভাবে নিষিদ্ধ করেছেন। তাই তিনি বলেন,

يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ، وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ \*

إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

হে ঈমানদারগণ! তোমরা অন্যায়ভাবে একে অন্যের সম্পদ গ্রাস করো না, তবে পারস্পরিক সম্মতিতে ব্যবসায় বৈধ এবং নিজেদের ধ্বংস ডেকে এনো না কিংবা তোমরা পরস্পরকে হত্যা করো না, নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের প্রতি

দয়ালু।

তাছাড়া রাসূলে করিম (সাঃ) বলেছেন, "তোমাদের উপর এক মুসলমানের জন্য আরেক মুসলমানের রক্ত, ইজ্জত ও সম্পদ হারাম"। (মুসলিম)

অর্থাৎ, যারা আল্লাহ ও তার রাসূলের কথার অমান্য করবে তাদের শেষ পরিণতি খারাপ হবে।

৬. হাশরের ময়দানে দুরাবস্থা

যালিমদের অবস্থা কাল কিয়ামতের দিন অত্যন্ত করুন হবে। এ ব্যাপারে মুহাম্মদ (সাঃ) বলেছেন,

اتَّقُوا الظُّلْمَ فَإِنَّ الظُّلْمَ ظُلُمَاتُ يَوْمَ القِيَامَةِ وَاتَّقُوا الشَّحْ فَإِنَّ الشُّحَ أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ حَمَلَهُمْ عَلَى أَنْ سَفَكُوا

دِمَاءَهُمْ وَاسْتَحَلُوا مَحَارِمَهُمْ

"যুলুম থেকে দূরে থাক। কারন তা কাল কিয়ামতের দিন অন্ধকারাছন্ন ধোঁয়ায়ে পরিণত হবে"। (মুসলিম)

৭. হাশরের ময়দানে তার শোধ আদায়

যারা যুলুম করবে আল্লাহ পাক কাল কিয়ামতের দিন তার শোধ আদায় করাবেন মখলুম ব্যক্তিদের কাছ থেকে। এ ব্যাপারে মহানবী (সাঃ) বলেন,

لَتُؤَدِّنَ الحقوق إلى أهْلِها يومَ القِيامَةِ، حتّى يُقادَ لِلشَّاةِ الجَلْحاءِ، مِنَ الشَّاةِ القَرْناءِ

"প্রত্যেক পাওনাদারের পাওনা আল্লাহ পাক কাল কিয়ামতের দিন আদায় করাবেন। এমন কি শিংবিহীন বক্রীকে শিং দেওয়া হবে শিংযুক্ত বক্রীর কাছ থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ করার জন্য। (মুসলিম)

৮. ইবাদত অগ্রহণযোগ্য

যারা যুলুম করে একে অপরের মাল ভক্ষণ করবে তাদের ইবাদত যত বড় হোক না কেন তা আল্লাহের নিকট গ্রহণযোগ্য হবে না। এ ব্যাপারে মুহাম্মদ (সাঃ) বলেছেন, "যে ব্যক্তি হারাম (জুলুম করে) মাল খায়, তার ফরয কিংবা নফল কোন আম্ল গ্রহণযোগ্য হবে না"। [মা'রিফুল হাদিস]

১১. জাহান্নাম অবধারিত

যারা যুলুম করবে তাদের জন্য জাহান্নামের আগুন একেবারে অবধারিত। মুহাম্মদ (সাঃ) বলেছেন,

"যে ব্যক্তি মিথ্যা শপথের মাধ্যমে কোন মুসলমানের হক আত্মসাৎ করল, তার জন্য আল্লাহ জান্নাতকে হারাম করে দিয়েছেন আর জাহান্নাম তার জন্য অবধারিত"। (মুসলিম)

১২. শয়তানের সাথী

জুলুম করলে শুধুমাত্র নবীর সাথে সম্পর্কোচ্ছেদ হয় না বরং তার সাথে আল্লাহের সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে পড়ে এবং শয়তান তাদের বন্ধু হয়ে যায়।

**যুলুম প্রতিকারের উপায়:**

১. আদল প্রতিষ্ঠা

যুলুমের বিপরীত শব্দ হল আদল অর্থাৎ ন্যায়-বিচার প্রতিষ্ঠা করা। যুলুমকে প্রতিহত করার মূল চাবিকাঠি হল

আদলভিত্তিক সমাজব্যবস্থা গড়ে তোলা। আল্লাহ পাক বলেন,

• "আল্লাহ আপনাকে আদল, ইনসাফ ও আত্মীয়দের সাথে সদাচারণ করার নির্দেশ দিচ্ছেন" [নাহলঃ৯০]

২. তাকওয়া অর্জন

ইসলামী জীবন দর্শনে তাকওয়া হল সব গুণের মূল। এটি একটি মহৎ চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। যারা তাকওয়া অর্জন করতে পারবে তারা যাবতীয় পাপকার্যসমূহ তথা যুলুমের মত জঘন্য অপরাধ হতে বেঁচে থাকতে পারবে। আল্লাহ

পাক বলেন,

"আর যে ব্যক্তি তার রবের সামনে উপস্থিত হওয়ার ভয় রাখে এবং নিজেকে কু-প্রবৃত্তি হতে বিরত রাখে নিশ্চয় জান্নাত হবে তার আবাসস্থল। [সূরা আন নাযিয়াতঃ৪০-৪১]

৩. মজলুমের কাছ থেকে জুলুমের দাবি মাফ করিয়ে নেওয়া

যদি কোনও ব্যক্তি কারো প্রতি অন্যায়ভাবে জুলুম করে থাকে তাহলে দুনিয়ায় তাকে খুশি করা ও তার কাছ থেকে মাফ চেয়ে নেওয়া।

মহানবী (সা) বলেন:

مَنْ كَانَتْ عِندَهُ مَظْلَمَةٌ لِأَخِيهِ، مِنْ عِرْضِهِ أو مِنْ شَيْءٍ، فَلْيَتَحَلَلْهُ مِنْهُ اليومَ قَبْلَ أَن لا يَكُونَ دِينَارُ وَلَا دِرْهَمْ إِنْ كَانَ لَه عَمَلَ صَالِحٌ أُخِذَ مِنْهُ بِقَدْرِ مَظْلَمَتِهِ، وَإِن لَمْ يَكُنْ لَهُ حَسَنَاتٌ أَخَذَ مِنْ سَيِّئَاتِ صَاحِبِهِ فَحُمِلَ عَلَيْهِ

"যার কাছে তার ভাইয়ের ইজ্জত-সম্মান বা অন্যকিছু সম্পর্কিত কোনও জুলুন (এর দাবি) আছে, তবে সে যেন আজই তার কাছ থেকে তা ক্ষমা করিয়ে নেয় ঐ দিন আসার পূর্বে, যেদিন কোনও দীনার ও দিরহাম থাকবে না। যদি তার নেক আমল থাকে, তবে তার কাছ থেকে তার জুলুম পরিমাণে তা নিয়ে যাওয়া হবে। আর যদি কোনও আমল না থাকে, তবে তার প্রতিপক্ষের গুনাহ থেকে (তার জুলুমের সমপরিমাণ) কেটে নিয়ে তার ওপর চাপানো হবে। (বুখারী)

৪. মুহাম্মদ (সাঃ) এর আদর্শ অনুসরণ: মুহাম্মদ (সাঃ) এর আদর্শ অনুসরণ ও অনুকরণ এর ভিতর রয়েছে প্রকৃত সুখ-শান্তি সফলতা ।মুহাম্মদ (সাঃ) কোনদিন কারও প্রতি যুলুম করেন নাই ঠিক তেমনিভাবে আমরা তার উম্মত হিসেবে যদি আমদের বাস্তব জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে তার আদর্শের অনুসরণ করি তাহলে আমরা আমদের নিজেদেরকে যুলুম থেকে রক্ষা করতে পারব।

৫. ইনসাফ প্রতিষ্ঠা

যুলুম প্রতিহত করার একটি অন্যতম প্রধান উপায় হল সমাজে ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করা।যুলুমকে প্রতিহত করতে

ইনসাফ ছাড়া আর কোন বিকল্প পথ নেই। এ ব্যাপারে মুহাম্মদ (সাঃ) বলেন, "যে ব্যক্তি ন্যায়-ইনসাফের সাথে রাষ্ট্র পরিচালনা করবে কাল কিয়ামতের দিন অন্যান্য লোকদের থেকে তার মত আল্লাহের নিকটবর্তী আর অধিক প্রিয় কেউ হতে পারবে না"।[তিরমিযি]

৭. মুখ ও হাতকে খারাপ কাজ হতে রক্ষা করা

মুখ ও হাত মানুষের এমন দুটি অঙ্গ যারদ্বারা একে অপরের ক্ষতি সাধন করে থাকে। এ দুটি অঙ্গকে যারা রক্ষা করবে তারা প্রকৃতপক্ষে একে অপরের উপর যুলুম করা থেকে বিরত রাখতে পারবে। এ ব্যাপারে মুহাম্মদ (সাঃ) বলেছেন,

"মুসলমান সেই ব্যক্তি যার মুখের ও হাতের ক্ষতি হতে অন্যান্য মুসলমানেরা নিরাপদ থাকে"। [বু,মু]

৮. প্রতিরোধ করে:

অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ করে যুলুমকে প্রতিহত করা যায়। এ ব্যাপারে মুহাম্মদ (সাঃ) বলেন, "তোমরা যখন কোন অন্যায় (যুলুমের মত) করতে দেখ তখন তা তোমরা হাত দিয়ে প্রতিহত কর অথবা মুখ দিয়ে কর আর তাও সম্ভব না হতে চুপ করে থেক আর এটি হল ইমানের সর্বনিম্ন স্তর"।

অর্থাৎ আমরা আমাদের হাত ও মুখের দ্বারা আমরা আমদের সাধ্যানুযায়ী যুলুমকে প্রতিরোধ করব।

৯. ইসলামের বিধান মেনে চলা

ইসলাম এমন এক ধর্ম যা মানুষকে এ শিক্ষা দেয় যে তারা কীভাবে সুখে-শান্তিতে বসবাস করবে।তাই আমরা প্রত্যেকে ইসলামী আইন-অনুশাষনসমূহ মেনে নিজেদের জীবনকে যুলুমহীন অবস্থায় সুন্দরভাবে গড়ে তুলব।